বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শনিবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৫৭ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শনিবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৫৭ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

ফ্যাসিবাদ, ধর্মীয় উন্মাদনা বরদাস্ত নয়', সাংবাদিক সম্মেলনে ইউনুস-হাসিনাকে বার্তা তারেকের

তারেকের শপথগ্রহণে মোদিকে আমন্ত্রণ বিএনপির! ঢাকায় যেতে পারেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী

পেটে 'পরমাণু আগুন', বুকে সারিবদ্ধ যুদ্ধবিমান! এবার ইরানের পথে আমেরিকার 'জলদানব'

জাতীয় সড়কে নামল মোদির বিমান, চিনকে চমকে ইতিহাস প্রধানমন্ত্রীর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ এয়ারপোর্ট পে নেহি, সড়ক পে ল্যান্ড কারেঙ্গে;নিজের দেওয়া কথা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার অসমের মোরানে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর নবনির্মিত জরুরি অবতরণ পথে সওয়ার হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন তিনি। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কোনো জাতীয় সড়কে অবতরণ করার নজির গড়লেন মোদি।এদিন সকালে অসমের চাবুয়া বিমানঘাঁটি থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ সি১৩০-জে হারকিউলিস বিমানে চড়েন প্রধানমন্ত্রী। গন্তব্য ছিল ডিব্রুগড়ের মোরান। সেখানে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর নির্মিত উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম জরুরি অবতরণ পথে বিমানটি সফলভাবে স্পর্শ করলে এক নয়া দিগন্তের সূচনা হয়। অবতরণের পরেই শুরু হয় বায়ুসেনার চোখধাঁধানো প্রদর্শনী। তেজাস, সুখোই এবং রাফালের মতো প্রথম সারির যুদ্ধবিমানগুলো আকাশপথে নিজেদের শক্তির পরিচয় দেয়।মোরানের এই জরুরি অবতরণ পথটি নির্মাণ করতে সরকারের ব্যয় হয়েছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রীর মতে, এটি কেবল একটি রাস্তা নয়, বরং যুদ্ধ ও পরিবহণ

উভয় ক্ষেত্রেই এটি কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এই পথটি সর্বোচ্চ ৪০ টন ওজনের সামরিক বিমান এবং ৭৪ টন ওজনের অসামরিক বিমান ওঠানামা করতে সক্ষম।বিশেষ পরিস্থিতিতে এটি ডিব্রুগড় বিমানবন্দরের বিকল্প হিসেবে কাজ করবে। চীন, মায়ানমার এবং বাংলাদেশ সংলগ্ন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংবেদনশীল সীমান্তে শত্রুর মোকাবিলায় সেনাবাহিনীকে দ্রুত রসদ ও সৈন্য পাঠাতে সাহায্য করবে এই স্ট্রিপ। উল্লেখ্য, ২০২১ সালেও উত্তরপ্রদেশের একটি স্ট্রিপে এভাবেই বিমান অবতরণ করেছিলেন মোদি। বায়ুসেনা বর্তমানে সারা দেশে ২৮-২৯টি এই ধরণের জরুরি অবতরণ পথ তৈরির লক্ষ্য নিয়েছে, যার মধ্যে ১৫টির কাজ প্রায় শেষ। চাবুয়ার নিকটবর্তী এই মোরান স্ট্রিপটি ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও দুর্ভেদ্য করে তুলবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। প্রধানমন্ত্রী এখান থেকেই গুয়াহাটির উদ্দেশে রওনা দেন।

১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই নতুন মন্ত্রিসভার শপথ ঃ শফিকুল আলম

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আগামী ১৬ বা ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য নিশ্চিত করেন।শফিকুল আলম বলেন, শপথের প্রস্তুতির কাজ গতকাল শুক্রবার থেকেই শুরু হয়েছে। আজ নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের গেজেট প্রকাশ হয়েছে। বাকি কাজগুলো খুব দ্রুতগতিতে চলছে। প্রধান উপদেষ্টা এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সংসদ সদস্যদের শপথ কে পড়াবেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, বিষয়টি দ্রুতই নিশ্চিত করা হবে, তবে ১৭ ফেব্রুয়ারির সময়সীমা অতিক্রম করবে না।বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী, নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ানোর কথা দ্বাদশ জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর। তবে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছেন। সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী, স্পিকার শপথ না করালে গেজেট প্রকাশের তিন দিন পর পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) শপথ পড়ানোর কথা।বর্তমানে সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দীনই শপথ পড়াবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে তিন দিন অপেক্ষা না করে কোনও বিকল্প উপায়ে আগেভাগে শপথ অনুষ্ঠান আয়োজন করা যায় কি না, তা নিয়েও সরকারের অন্দরে আলোচনা চলছে। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব এলে নির্ধারিত সময়ের আগেই শপথ হতে পারে।সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯টি আসনের মধ্যে ২৯৭টির ফলাফল পাওয়া গেছে।

এতে বড় জয় পেয়েছে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী,বিএনপি ২০৯টি (আরও ২টিতে এগিয়ে)জামায়াতে ইসলামী ৬৮টি,জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় ঐক্য ৯টি,বিএনপির শরিক দলসমূহ ৩টি,দুইটি আসনের ফলাফল স্থগিত থাকলেও সেখানে বিএনপির প্রার্থীরাই এগিয়ে আছেন। দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই শপথ প্রক্রিয়া শেষ করে নতুন সরকার দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করবে বলে সংবাদ সম্মেলনে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেমদিবসের শুভেচ্ছা মমতার

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ প্রেম সদাসর্বদাই সুন্দরের পূজারি। আর সেই সুন্দরের আবাহন জানিয়েই ভালোবাসা দিবসে এক অনন্য নজির গড়লেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ বিশেষ উৎসবে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানানো তাঁর দীর্ঘদিনের রীতি হলেও, ভ্যালেন্টাইনস ডে বা প্রেমদিবসে এমন বার্তা এই প্রথম। শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স'-এ (সাবেক টুইটার) রবীন্দ্রনাথের কবিতার চরণে প্রেমের চিরন্তন রূপকে ফুটিয়ে তুলে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি।রবীন্দ্রস্মরণে প্রেমের আবহ বাঙালি জীবনে প্রেম আর রবীন্দ্রনাথ অবিচ্ছেদ্য। সেই আবেগকে ছুঁয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টের শুরুতেই উদ্ধৃত করেন কবির অমর সৃষ্টি-ততোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত

রূপে শতবার / জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।দরবীন্দ্রনাথের এই পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রেমের কোনও নির্দিষ্ট কাল বা সীমা নেই তা জন্মান্তরের এবং চিরকালীন।শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রণয় নয়, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় ভালোবাসাকে এক বৃহত্তর জগতের প্রেক্ষিতে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, প্রেমের ব্যাপ্তি গোটা বিশ্বজুড়ে এবং এর চেয়ে সুন্দর অনুভূতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। রাজনৈতিক বা সামাজিক বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে ভালোবাসাই যে সম্প্রীতির মূল ভিত্তি, তাঁর লেখনীতে সেই ইঙ্গিতই স্পষ্ট হয়েছে। পোস্টের শেষে তিনি দৃঢ়ভাবে লিখেছেন, 'ভালোবাসা দীর্ঘজীবী হোক!'সাধারণত প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক বার্তা দিলেও, আজকের দিনে মুখ্যমন্ত্রীর এই সংবেদনশীল পোস্ট নেটিজেনদের নজর কেড়েছে। উৎসব-পার্বণের শুভেচ্ছা বার্তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই সপ্রতিভ, তবে প্রেমদিবসের এই বিশেষ শুভেচ্ছাবার্তা তাঁর মানবিক ও সাংস্কৃতিক সত্তাকেই নতুন করে তুলে ধরল। বসন্তের এই আবহে মুখ্যমন্ত্রীর এমন বার্তা রাজ্যবাসীর কাছে এক বাড়তি পাওনা।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জমি লিজ-এর দাবিতে সরব ডিএমআই, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের আর্জি

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের মসজিদ, মন্দির, চার্চ ও কবরস্থানের জমির আইনি স্বীকৃতি নিশ্চিত করার দাবিতে রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হল ডুয়ার্স মিল্লাতে ইসলামিয়া সোসাইটি (ডিএমআই)। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে মেল পাঠিয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথ্যা ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন, মুখ্যমন্ত্রীর অ্যাডভাইজার আব্দুল সাত্তার-সহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তাদের কাছেও চিঠি পাঠানো হয়েছে। আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি দুই জেলার জেলা শাসকদের কাছেও বিষয়টি জানানো হয়েছে বলে দাবি সংগঠনের। ডিএমআইএর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান জানান, ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে সরকারি বা চা-বাগানের জমিতে অবস্থিত। কিন্তু জমির সুনির্দিষ্ট লিজ বা পাট্টা না থাকায় নানা প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে চা-বাগান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট

(এনওসি) না পাওয়ায় কবরস্থান, চার্চ ও মন্দিরের উন্নয়নমূলক কাজ আটকে রয়েছে।সংগঠনের তরফে দাবি করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট মসজিদ, মন্দির ও চার্চ, গুম্ফা, গুরুদুয়ারা এর কমিটিগুলি যেন তাদের দখলে থাকা জমির পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে নিজ নিজ জেলার এডিএম (এলআর)-এর কাছে আবেদন জমা দেয়। ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানগুলির নামে ৯৯ বছরের লিজ বা পাট্টা প্রদান করা হলে আইনি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা কাটবে বলে মনে করছে ডিএমআই।সংগঠনের দাবি, তারা একটি অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন হিসেবে সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থে এই আবেদন জানিয়েছে। রাজ্য সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেবে এই আশাই প্রকাশ করেছেন ডুয়ার্স মিলাতে ইসলামিয়া সোসাইটি।

তরুণ প্রজন্মের নতুন ডেটিং ট্রেন্ড ‘৬-৭’!

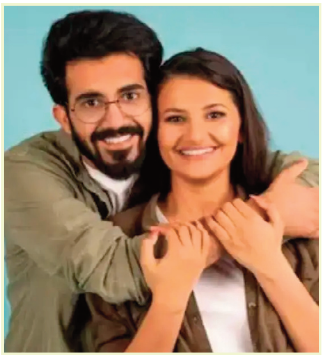

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আগের দিনে প্রেম মানে ছিল রোমান্স, ঝলমলে মুহূর্ত এবং সবকিছুই পারফেক্ট হওয়ার প্রত্যাশা। কিন্তু আজকের তরুণ প্রজন্ম সেই ধারনাকে বদলে দিচ্ছে। এখন ‘৬,৭ ডেটিং’ ট্রেন্ডের দিকে বেশি ঝুঁকছে জেন জেড (১৯৯৭,২০১২ সালে জন্ম)। তারা এমন একজনকে বেছে নিচ্ছে যার সঙ্গে সম্পর্ক শান্ত, স্থিতিশীল এবং বাস্তবসম্মত। কেন এই ট্রেন্ড জনপ্রিয় হচ্ছে? আসলে অনেক জেন জেড তরুণের মতে, ডেটিং অ্যাপ বা অতিরিক্ত প্রত্যাশার কারণে ‘১০/১০’ পার্টনার খোঁজা মানসিক চাপ বাড়ায়। রোমান্সের তীব্র উত্থান-পতনের মধ্যে অনেকেই হতাশা এবং ক্লান্তি অনুভব করছেন। তাই তারা এখন এমন সম্পর্ক বেছে নিচ্ছে যা মানসিক শান্তি দেয়, বোঝাপড়া ভাল হয় এবং দীর্ঘমেয়াদে সহজে চলে। ৬,৭ ডেটিং-এর মূল ধারণা হল পার্টনারকে শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য বা প্রথম দেখার ভিত্তিতে বিচার করা হয় না। বরং দেখা হয় তার চরিত্র ও আচরণ, সহানুভূতি এবং দায়িত্ববোধ, মানসিক স্থিতিশীলতা। আর এই সব গুণাবলী নিশ্চিত করে যে সম্পর্ক চাপমুক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী হবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, ৬,৭ ডেটিং বোঝায় যে তরুণরা সম্পর্ককে শুধু উত্তেজনা বা রোমান্স হিসেবে দেখেন না। তারা চান এমন একজন পার্টনার যিনি বোঝাপড়া রাখে, নির্ভরযোগ্য এবং মানসিকভাবে স্থিতিশীল। তবে কয়েকজন মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ মনে করেন, শুধুমাত্র শান্তির জন্য কম উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক বেছে নেওয়া সবসময় যথাযথ নয়। সম্পর্ক মানে দৃঢ় যোগাযোগ, নিজের সীমা বোঝাপড়া এবং মান বজায় রাখাও জরুরি। কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ? ৬-৭ ডেটিং তরুণদের শেখাচ্ছে, সম্পর্ক শুধু বাহ্যিক আকর্ষণ নয়। বরং বাস্তবতা, বোঝাপড়া এবং স্থিতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ। এতে রোম্যান্স কম হতে পারে, কিন্তু আত্মবিশ্বাস, সহজ যোগাযোগ ও সমঝোতা বেশি হয়। তাই কখনও কখনও ‘পারফেক্ট ১০’ খোঁজার বদলে বাস্তব এবং স্বস্তিদায়ক সম্পর্কই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

শীতের রেশ কাটতে না কাটতেই তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ, ভাসবে বাংলা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বাংলা থেকে শীতের বিদায় প্রায় নিশ্চিত। হাওয়া অফিস সরকারিভাবে না জানালেও শীতের বিদায় পর্ব শুরু হয়ে গেছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী ৭ দিন উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে একটি নিম্নচাপ। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, ভারত মহাসাগর ও সংলগ্ন দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপর ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে একটি নিম্নচাপ গঠন হতে পারে। তবে বাংলার কতটা প্রভাব পড়বে তা জানা যায়নি। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আপাতত কলকাতা,সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯,৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকতে পারে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৩,১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। সকালে হালকা কুয়াশার সঙ্গে সামান্য শীতের আমেজ টের পাওয়া গেলেও, বেলা বাড়তেই তা উধাও হয়ে যাবে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলার কিছু অংশে সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার দাপট থাকবে। উত্তরেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বাড়বে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

গরমে তরমুজ খেলেই হতে পারে প্রাণের ঝুঁকি!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ গরমকাল আসতে আর দেরি নেই। আর গরমের দাবদাহে তরমুজের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। এতে প্রচুর পরিমাণে জল ও প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান রয়েছে, যা শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে। তবে এই ফল সবার জন্য সমান উপকারী নয়। ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞদের মতে, যাঁদের নির্দিষ্ট কিছু শারীরিক সমস্যা রয়েছে, তাঁদের তরমুজ খাওয়ার আগে সতর্ক থাকা উচিত। জেনে নেওয়া যাক কোন কোন ক্ষেত্রে তরমুজ এড়িয়ে চলা ভাল।তরমুজে পটাশিয়ামের পরিমাণ বেশি। যাঁদের কিডনি ঠিকমতো কাজ করে না, তাঁদের শরীরে অতিরিক্ত পটাশিয়াম জমে যেতে পারে। এর ফলে ক্লান্তি, পেশিতে দুর্বলতা এমনকি হৃদযন্ত্রের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত তরমুজ খেলে শরীরে ফোলা ভাব তৈরি হওয়ার ঝুঁকিও থাকে।তরমুজে প্রাকৃতিক চিনি থাকে এবং এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স তুলনামূলকভাবে বেশি। অর্থাৎ এটি খাওয়ার পর রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বেড়ে যেতে পারে। ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে হঠাৎ রক্তে গ্লুকোজ বেড়ে যাওয়া এবং দ্রুত নেমে যাওয়া, দুটোই ক্ষতিকর হতে পারে। তাই তাঁদের নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তরমুজ খাওয়া উচিত।তরমুজে থাকা ফ্রুক্টোজ নামক প্রাকৃতিক চিনি লিভারের রোগীদের জন্য হজম করা কঠিন হতে পারে। এতে ফ্যাটি লিভারের মতো সমস্যা আরও বাড়তে পারে। আগে থেকেই লিভারের অসুখ থাকলে তরমুজ খাওয়ার আগে সতর্ক হওয়া জরুরি।অ্যাসিডিটি, গ্যাস, পেট ফোবা বা ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোমে ভোগা ব্যক্তিদের জন্য তরমুজ সমস্যার কারণ হতে পারে।

এতে থাকা ফাইবার ও প্রাকৃতিক উপাদান কিছু মানুষের ক্ষেত্রে অম্বল বা বদহজম বাড়িয়ে দিতে পারে।তরমুজে থাকা লাইকোপিন বা কিছু এনজাইম সংবেদনশীল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ওরাল অ্যালার্জি সিনড্রোমের উদ্রেক করতে পারে। এর ফলে গলা চুলকানো, শ্বাসনালিতে অস্বস্তি বা ফোলা ভাব দেখা দিতে পারে। যাঁদের অ্যাজমা, অ্যালার্জি বা শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তরমুজ খাওয়াই শ্রেয়।তরমুজ নিঃসন্দেহে গরমের অন্যতম উপকারী ফল। শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে, ক্লান্তি দূর করে এবং সতেজতা এনে দেয়। তবে স্বাস্থ্যগত বিশেষ কিছু সমস্যায় ভুগলে অন্ধভাবে ‘স্বাস্থ্যকর’ তকমা দেখে যে কোনও খাবার খাওয়া ঠিক নয়।সঠিক পরিমাণ ও ব্যক্তিগত শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করেই একটি খাবার উপকার বা অপকার, দুই-ই করতে পারে। তাই প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন, শরীরের সঙ্কেত বুঝুন, আর তবেই উপভোগ করুন গরমের এই রসালো ফল। সুস্থ থাকার চাবিকাঠি হল সচেতনতা ও সংযম।

বলাগড়ের প্রাচীন নৌকা শিল্পে শীঘ্রই জুড়বে জিআই ট্যাগের তকমা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ প্রায় ৫০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী বলাগড়ের নৌকা শিল্প এবার জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার দোরগোড়ায়। সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরের এপ্রিল মাসেই এই সুখবর আসতে পারে বলে আশাবাদী শিল্পী ও গবেষকরা।এতে নতুন করে হুগলি জেলার গৌরব বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। জেলা সদর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বলাগড় বহুদিন ধরেই ডিঙি নৌকা তৈরির জন্য পরিচিত।একসময় এখানে শুধুমাত্র ডিঙি নৌকাই তৈরি হতো। এই নৌকার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য কোনও পেরেক ছাড়াই নৌকা তৈরি করা। বিশেষ কৌশলে একটি কাঠের সঙ্গে অন্য কাঠ জুড়ে নৌকা বানানো হত, যা নৌশিল্পীদের ভাষায় ‘জোড় কাঠ পদ্ধতি’ নামে পরিচিত। বর্তমানে পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসে পেরেক ব্যবহার করা হলেও ঐতিহ্যের ছাপ এখনও অটুট। আজও বহু পরিবার এই শিল্পের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। তবে আগে প্রায় ৪০টি পরিবার এই পেশার যুক্ত থাকলেও বর্তমানে সেই সংখ্যা কমে প্রায় ২০-তে দাঁড়িয়েছে।নতুন প্রজন্মের অনাগ্রহ, কম মজুরি, চাহিদা হ্রাস এবং পরিবহণ সমস্যার কারণে শিল্পটি ধীরে ধীরে সংকটে পড়েছে। ফলে অনেকেই বাধ্য হয়ে পেশা পরিবর্তন করেছেন।একসময় সুন্দরবন, নামখানা, কাকদ্বীপ সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে নিয়মিত নৌকা তৈরির বরাত আসত বলাগড়ে। বর্তমানে সেই অর্ডারের সংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে। অর্ডার না থাকায় হাতে গোনা কয়েকজন শিল্পীই এখন এই ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন। শিল্পীদের আশা, জিআই স্বীকৃতি পেলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে। আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিতি বাড়বে, বাজার সম্প্রসারিত হবে এবং বিক্রি বাড়বে। একসময় বলাগড়ের শ্রীপুর, রাজবংশীপাড়া, চাঁদরা ও তেতুলিয়া এলাকায় একাধিক নৌকার কারখানা ছিল

প্রায় ৫০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী বলাগড়ের নৌকা শিল্প এবার জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার দোরগোড়ায়। সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরের এপ্রিল মাসেই এই সুখবর আসতে পারে বলে আশাবাদী শিল্পী ও গবেষকরা।এতে নতুন করে হুগলি জেলার গৌরব বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

যার কিছুটা এখনও টিকে আছে। বলাগড়ের আঞ্চলিক গবেষক পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, ২০২৩ সালে জিআই স্বীকৃতির জন্য আবেদন করা হয়, যার প্রস্তুতি শুরু হয় ২০২২ সাল থেকে। প্রায় এক বছর ধরে শুনানি চলে।আবেদনপত্র জমা দেন ড. পিনাকী ঘোষ এবং গবেষণায় সহায়তা করেন বিজয় কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই নৌশিল্পীদের সমবায় গঠন করা হয়েছে এবং জিআই ট্যাগ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় একাধিক ধাপ সম্পন্ন হয়েছে। যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও হয়নি, তবে এপ্রিল মাসেই তা আসতে পারে বলে আশাবাদী সকলে। প্রাচীন এই শিল্পে আগে বাবলা বা শাল কাঠ ব্যবহার করা হতো, কিন্তু এখন সেই কাঠেরও অভাব দেখা দিয়েছে। শিল্পীরা মনে করছেন, জিআই তকমা পেলে নতুন বাজার তৈরি হবে এবং বিভিন্ন রাজ্যে নৌকা রপ্তানি করা সম্ভব হবে। মাছ ধরার পাশাপাশি পর্যটন ক্ষেত্রেও এই নৌকা ব্যবহার করা যেতে পারে।নৌশিল্পী সঞ্জয় প্রামাণিক ও কালীপদ বারিক বলেন, ‘জিআই স্বীকৃতি পেলে নৌকার বিক্রি বাড়বে এবং শিল্পীরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন।’অন্যদিকে নৌ-শিল্প সমবায়ের সহ-সভাপতি সহদেব বর্মন জানান, জিআই-এর প্রভাব সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত না হলেও পরিচিতি বাড়লে নতুন ক্রেতা ও বাজার তৈরি হবে বলে তিনি আশাবাদী।

নয়া জামানা
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

দমদম বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক

বিমানের শৌচালয় থেকে উদ্ধার হুমকি-চিরকুট

নয়া জামানা, কলকাতা : সাতসকালে ফের বোমাতঙ্ক কলকাতা বিমানবন্দরে। শনিবার সকালে দমদম থেকে শিলংগামী একটি ইন্ডিগো বিমানের শৌচালয় থেকে হুমকি-চিরকুট উদ্ধার হয়। এর জেরে তড়িঘড়ি বিমানটি খালি করে শুরু হয় তল্লাশি। ঘটনার জেরে যাত্রীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে।বিমানবন্দর সূত্রে খবর, শনিবার সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে ইন্ডিগোর ওই বিমানটির শিলংয়ের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওড়ার ঠিক আগে বিমানকর্মীরা শৌচালয়ের ভেতরে একটি সন্দেহভাজন চিরকুট দেখতে পান। সেখানে লেখা ছিল যে, বিমানে বোমা রাখা আছে এবং নিমেষের মধ্যে গোটা বিমানবন্দর উড়িয়ে দেওয়া হবে। মুহূর্তের মধ্যে খবর দেওয়া হয় উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের। পাইলট ও বিমানকর্মীরা তৎপরতার সাথে সমস্ত যাত্রীকে বিমান থেকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসেন।খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সিআইএসএফ -এর বম্ব স্কোয়াড এবং দমকলের ইঞ্জিন। বিমানটিকে রানওয়ে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বর্তমানে সেখানে চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে। যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে আপাতত বিমানবন্দরের একটি 'আইসোলেশন বে'-তে রাখা হয়েছে। কে বা কারা এই চিরকুটটি রেখে গেল, তা খতিয়ে দেখতে বিমানের সিসিটিভি ফুটেজ ও যাত্রী তালিকা পরীক্ষা করা হচ্ছে।সাম্প্রতিককালে দেশজুড়ে একাধিক বিমানবন্দরে বারবার এই ধরনের ভুয়ো বোমাতঙ্ক ছড়ানোর ঘটনা ঘটছে। তবে বারবার এমন হুমকিতে সাধারণ যাত্রীদের হয়রানি ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এ দিনের ঘটনায় বিমানটি নির্দিষ্ট সময়ে রওনা দিতে না পারায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন শিলংগামী যাত্রীরা। বিকল্প কোনও বিমানের ব্যবস্থা করা হবে কি না, তা নিয়ে এখনও কর্তৃপক্ষের তরফে স্পষ্ট ঘোষণা মেলেনি।

নার্সিং হোমের পাশে আবর্জনার স্তূপ, চরম ভোগান্তিতে এলাকাবাসী

বাবলুর রহমান, নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি : ওদলাবাড়ি এলাকার আন্দাঝাড়া জাতীয় সড়কের ধারে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা আবর্জনার কারণে চরম সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় মানুষজন। রাস্তার পাশেই বিশাল ময়লার স্তূপ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে তীব্র দুর্গন্ধ।

এতে দোকানদার, গ্রামবাসী, পথচারীসহ সকলেরই নিত্যদিনের যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছে। নিয়মিত পরিষ্কার না হওয়ায় পরিস্থিতি দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে স্থানীয়দের জানানো মতে, কিছুদিন আগে এলাকার বাসিন্দা রবিন সেন নিজ উদ্যোগে জেসিবি মেশিন এনে জমে থাকা আবর্জনা সরিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলেছিলেন। এতে সাময়িকভাবে সমস্যা কমে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আবার রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা সেখানে ময়লা ফেলে যায়। ফলে ফের তৈরি হয়েছে বড়সড় আবর্জনার স্তূপ।সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, ওই আবর্জনার পাশেই রয়েছে একটি বেসরকারি নার্সিংহোম। প্রতিদিন বহু রোগী ও তাঁদের পরিজন এই রাস্তা ব্যবহার করেন। তীব্র দুর্গন্ধ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে অনেকেই মুখে কাপড় চাপা দিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন। এলাকাবাসীর আশঙ্কা, এভাবে চলতে থাকলে সংক্রামক রোগ ছড়ানোর ঝুঁকি বাড়বে।ঘটনাস্থলে মরা পাখি পড়ে থাকতে দেখা গেছে বলেও অভিযোগ। পাশাপাশি আবর্জনার স্তূপে কুকুর ও গরুর অবাধ বিচরণে পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে। মশা-মাছির উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়াসহ বিভিন্ন রোগের আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।রবিন সেন জানান, বিষয়টি একাধিকবার গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানানো হলেও এখনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। এলাকাবাসীর প্রশ্ন, জাতীয় সড়কের পাশে এত বড় অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে কীভাবে চলতে পারে?তাঁদের দাবি, দ্রুত আবর্জনা অপসারণ, নিয়মিত নজরদারি এবং স্থায়ী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু করতে হবে। গরমের মরসুম সামনে আসায় দুর্গন্ধ ও রোগের ঝুঁকি আরও বাড়তে পারে;এই আশঙ্কায় দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

পদ্মের পথে বাম !

নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশের আগে চালু ওয়েবসাইড

নয়া জামানা, কলকাতা আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে অভিনব কৌশলে মাঠে নামছে সিপিএম। বিজেপি-র পথ অনুসরণ করে এবার মানুষের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচনী ইস্তেহার তৈরি করতে চলেছে আলিমুদ্দিন। এই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার 'বাংলা বাঁচাও ডট কম' নামক একটি ওয়েবসাইট চালু করেছে দল। তবে ইস্তেহার নিয়ে আধুনিকতার ছোঁয়া থাকলেও, জোটের রাজনীতিতে পুরোনো তিক্ততা ফের মাথা চাড়া দিয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট অধ্যায় চুকে যেতেই এবার আক্রমণের সুর চড়ালেন সিপিএম নেতৃত্ব।এদিন আলিমুদ্দিনে সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি সরাসরি বিঁধলেন কংগ্রেসকে। বাংলায় জোট না হওয়ার দায় কংগ্রেসের ওপর চাপিয়ে তিনি মনে করিয়ে দেন ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সালের 'আধা-ফ্যাসিস্ট' সন্ত্রাসের ইতিহাস। বেবি বলেন, জ্যোতি বসুকে রিগিং করে হারানো হয়েছিল। আমরা পাঁচ বছর বিধানসভা বয়কট করেছিলাম।

তাঁর পাশে বসে রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমও বুঝিয়ে দেন, বামেদের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেস বিজেপি-বিরোধী লড়াইয়ের গুরুত্ব বোঝেনি।এদিকে অন্দরের সমীকরণ মেলাতেও হিমশিম খাচ্ছে সিপিএম। কংগ্রেস না থাকলেও বামফ্রন্টের শরিক দল ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরএসপি আসন সংখ্যা নিয়ে ক্ষুব্ধ। আইএসএফ-এর সঙ্গেও চলছে দর কষাকষি। সেলিম অবশ্য দাবি করেছেন, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই বামফ্রন্টের আসন বণ্টন চূড়ান্ত হবে। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি সম্পাদকমণ্ডলী ও ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি রাজ্য কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকা হয়েছে। একদিকে প্রযুক্তির সাহায্যে জনমত সংগ্রহ, অন্যদিকে পুরোনো দিনের সন্ত্রাসের স্মৃতি উসকে দিয়ে ভোট বৈতরণী পার হওয়াই এখন লাল শিবিরের লক্ষ্য।

অবৈধ সম্পর্কের জেরে নৃশংসতা

তৃণমূল কর্মীকে খুনের অভিযোগ বিএলও-র বিরুদ্ধে

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা বাদুড়িয়ায় এক যুবককে খুনের পর তাঁর দেহ টুকরো টুকরো করে তিনটি খালে ফেলে দেওয়ার হাড়হিম করা ঘটনা প্রকাশ্যে এল। মৃত যুবকের নাম নাসির আলি (২৪), তিনি স্থানীয় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এই ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত বিএলও রিজওয়ান হাসান মণ্ডল এবং তাঁর এক সহযোগী সাগর গাইনকে গ্রেপ্তার করেছে।বসিরহাটের বাদুড়িয়া থানার পাপিলা গ্রামের বাসিন্দা নাসির আলি গত পাঁচ দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, স্থানীয় বুথের বিএলও রিজওয়ান তাঁকে এসআইআর নথি সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলে লালকুঠি এলাকায় ডাকেন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে মোটরসাইকেলে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর

থেকেই নাসিরের আর হদিস পাওয়া যায়নি। পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হলে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে।তদন্তের শুরুতেই চাতরা এলাকার যমুনা নদী থেকে নাসিরের মোটরসাইকেলটি উদ্ধার হয়। এর পরপরই স্বরূপনগর থেকে অভিযুক্ত বিএলও এবং রামপুরহাট থেকে তাঁর সহযোগী সাগরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশি জেরায় অভিযুক্তরা স্বীকার করে যে, নাসিরকে খুন করার পর প্রমাণ লোপাটের জন্য দেহ টুকরো টুকরো করে তিনটি আলাদা খালে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে তল্লাশি চালিয়ে প্লাস্টিক বন্দি দেহাংশগুলি উদ্ধার করে পুলিশ।প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বিএলও-র স্ত্রীর সঙ্গে নাসিরের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই এই হত্যাকাণ্ড। নথিপত্র দেখানোর নাম করে ডেকে এনে ঠান্ডা মাথায় এই নৃশংসতা চালানো হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা পথ অবরোধ করে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ নয়া জামানা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা ও মহকুমা থেকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৮৯২৭৭৮৮১০৪

Naya Jamana Evening Edition.........9 October....adddddddd..._Layout 1 2/14/2026 4:01 PM Page 5

বিপুল কান্তি ঘোষ

আস্থার আলোকস্তম্ভ

দুলাল সিংহ ।। নয়া জামানা ।। দক্ষিণ দিনাজপুর

সব নেতা মাইক হাতে জন্মান না, সব সমাজসেবী পোস্টারেও থাকেন না।কেউ কেউ নীরবে, প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজের মধ্যেই মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেন। দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রান্তিক শহর বালুরঘাট,এর এমনই এক পরিচিত মুখ বিপুল কান্তি ঘোষ।পেশায় একজন শিক্ষক, কিন্তু হৃদয়ে সমাজকর্মী, পরিচয়ে রাজনীতিক,কিন্তু স্বভাবে একেবারে পাড়ার মানুষ।

তাঁর জীবনগাথা কোনো প্রচারের গল্প নয়-এ এক শ্রম, সততা আর দায়বদ্ধতার দীর্ঘ যাত্রাপথ। যেখানে চক-ডাস্ট আর জনসেবার ঘাম মিলেমিশে তৈরি করেছে এক আলাদা দৃষ্টান্ত।

শিকড়ের শক্তি ঃ ছোটবেলা থেকেই দায়িত্ববোধ

চকভবানি ঘোষপাড়ার সাধারণ পরিবেশেই বড় হওয়া। না ছিল প্রাচুর্য না ছিল প্রভাবশালী পরিচয়। কিন্তু ছিল শিক্ষার প্রতি গভীর আকর্ষণ এবং মানুষের জন্য কিছু করার প্রবল তাগিদ।

ছোটবেলা থেকেই বিপুলের বিশ্বাস ছিল-শিক্ষাই মানুষকে বদলায়, আর মানুষ বদলালে সমাজ বদলায়।এই বিশ্বাসই তাঁর জীবনের ভিত গড়ে দেয়।

শিক্ষার পথে অবিচল যাত্রা

পড়াশোনায় বরাবরই মেধাবী। উচ্চশিক্ষার জন্য সিকিমে পাড়ি। ইংরেজিতে এম.এ, তারপর বি.এড-দুটোই কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেন। অনেকেই তখন কর্পোরেট চাকরি বা সরকারি উচ্চপদে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন। তাঁর সামনে সেই সুযোগও এসেছিল।অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার পরীক্ষায় সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম স্থান-যা যে কোনো তরুণের জীবনের টার্নিং পয়েন্ট হতে পারত।কিন্তু তিনি অন্য সিদ্ধান্ত নিলেন।তিনি বলেছিলেন,চাকরি আমাকে নিরাপত্তা দেবে কিন্তু শিক্ষকতা আমাকে মানুষ গড়ার সুযোগ দেবে।২০০৭ সালে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন স্থানীয় স্কুলে। সেই দিন থেকেই শুরু হয় তাঁর প্রকৃত জীবনসংগ্রাম-যেখানে বেতন নয় তৃপ্তিই ছিল মূল প্রাপ্তি।

শ্রেণিকক্ষঃ তাঁর প্রথম কর্মক্ষেত্র

শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি শুধু ‘স্যার’ নন, ‘গাইড’।ইংরেজি শেখানোর সময় গল্প বলেন, উদাহরণ দেন, জীবনের কথা বলেন। পড়াশোনা তাঁর কাছে পরীক্ষার প্রস্তুতি নয়-মানুষ হওয়ার পাঠ।অনেক ছাত্রছাত্রী আজও বলেন,স্যার আমাদের শুধু ভাষা শেখাননি, আত্মবিশ্বাস শিখিয়েছেন।শিক্ষক হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা তাঁকে সমাজের সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত করে দেয়।

রাজনীতিতে প্রবেশ ঃ প্রয়োজনের তাগিদে

রাজনীতি তাঁর কাছে কখনো ক্ষমতার সিঁড়ি ছিল না।ছিল মানুষের সমস্যার সমাধানের একটি মাধ্যম। শিক্ষকদের অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন।ধীরে ধীরে মানুষের আস্থা বাড়তে থাকে। সেখান থেকেই শুরু রাজনৈতিক পথচলা।তিনি যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেস,এর সংগঠনে। দল তাঁর মধ্যে দেখেছিল এক কর্মঠ, নির্লোভ, নির্ভরযোগ্য মানুষ।আর বিপুল দেখেছিলেন মানুষের জন্য বড় পরিসরে কাজ করার সুযোগ। সংগঠনের মেরুদণ্ড হয়ে ওঠা বছরের পর বছর নীরবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জেলা শিক্ষা সেলের দায়িত্ব পঞ্চায়েত নির্বাচনের সাংগঠনিক কাজ লোকসভা নির্বাচনে সমন্বয় শহর কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজনীতির মাঠে যেখানে অনেকেই আলো খোঁজেন, সেখানে তিনি কাজ খুঁজেছেন।

২০২২ ঃ এক নতুন অধ্যায়

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আস্থা ভোটে রূপ নেয়।পুরসভা নির্বাচনে ১১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রার্থী। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলা, মানুষের সমস্যা শোনা,প্রতিশ্রুতি নয়-সমাধানের আশ্বাস।

ফলাফল ?

৬৫০ ভোটের বিশাল ব্যবধানে জয়।তিনি এখন পুরসভার এম.আই.সি। কিন্তু পদবির ভার তাঁকে বদলায়নি। চেয়ার নয়, চেয়ারে বসা মানুষটাই বড় অনেকে পদ পেলে দূরে সরে যান। বিপুল ঠিক উল্টো। প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে কলোনিতে বসেন। কেউ আসে রেশন কার্ডের সমস্যায়, কেউ আসে চিকিৎসার সাহায্যে, কেউ স্কুলে ভর্তি নিয়ে। সবাইকে সময় দেন।কখনো ফাইল, কখনো ফোন, কখনো নিজে গিয়ে দেখে আসেন। এই সহজলভ্যতাই তাঁকে আলাদা করেছে।

সমাজসেবার গল্পগুলো

১. আশ্রয়ের স্বপ্নপূরণ

গৃহহীন পরিবারদের জন্য বাড়ি নির্মাণ। শুধু কাগজে নয়, বাস্তবে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ তদারকি।

২। স্টুডেন্ট ফোরাম

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রদের বই, ফি, কোচিং-সবকিছুতে সহায়তা।

তিনি বলেন,একটা ছেলে বা মেয়েকে দাঁড় করাতে পারলে একটা পরিবার বদলে যায়।

৩। উৎসব মানেই সবার আনন্দ

দুর্গাপূজায় নতুন জামা,খাবার বিতরণ। কারণ তাঁর মতে-উৎসব তখনই পূর্ণ,যখন সবার মুখে হাসি থাকে।

৪। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

মন্দির, মসজিদ, ক্লাব-সব জায়গায় সমান উপস্থিতি।

মানুষ আগে, ধর্ম পরে-এই বিশ্বাসেই চলেন।

পরিবার ঃ নীরব শক্তি

তাঁর সহধর্মিণীও শিক্ষিকা। ফলে দুজনের জীবনেই ছাত্রছাত্রী, বই আর স্কুলের গল্প। পরিবার তাঁকে শক্তি দেয়, সময় দেয়, সমর্থন দেয়।

এই সমর্থন ছাড়া এতটা পথ চলা সম্ভব নয়।

এক দিনের রুটিন

সকাল , স্কুল
দুপুর , অফিস
বিকেল , মানুষের সঙ্গে দেখা
রাত , পরিকল্পনা, কাগজপত্র

এ যেন এক নিরন্তর চক্র। ক্লান্তি? থাকে।তবু থামেন না।মানুষের চোখে বিপুল ।কারও কাছে তিনি ‘স্যার’। কারও কাছে ‘দাদা’। কারও কাছে ‘কাউন্সিলর’। কিন্তু সবার কাছে ‘ভরসা’। এই ভরসাটাই তাঁর সবচেয়ে বড় অর্জন।

নেতৃত্বের দর্শন

তিনি বিশ্বাস করেন;রাজনীতি মানে সেবা, ক্ষমতা মানে দায়িত্ব, জনপ্রতিনিধি মানে সবার আগে শ্রোতা । এই তিন নীতিতেই তাঁর পথচলা।

সমাজের জন্য এক অনুপ্রেরণা

আজকের দিনে যখন রাজনীতি নিয়ে মানুষের হতাশা বাড়ছে, তখন বিপুল কান্তি ঘোষের মতো মানুষ প্রমাণ করেন; সৎ ইচ্ছা থাকলে রাজনীতিও পবিত্র হতে পারে। তিনি দেখিয়েছেন;একজন শিক্ষকও সমাজ বদলাতে পারেন,একজন সাধারণ মানুষও অসাধারণ হতে পারেন।বিপুল কান্তি ঘোষ কোনো চলচ্চিত্রের নায়ক নন।তাঁর নেই বিলবোর্ড, নেই বড় বক্তৃতা।তাঁর শক্তি তাঁর কাজ।তাঁর পরিচয় তাঁর সততা।তাঁর গর্ব তাঁর মানুষ।বালুরঘাটের অলিগলি দিয়ে হাঁটলে আজও দেখা যাবে-একজন মানুষ ফাইল হাতে,মুখে হাসি, সবার সঙ্গে কথা বলছেন।তিনি জানেন-সমাজ বদলানো যায় না এক দিনে।কিন্তু প্রতিদিন একটু একটু করে বদলানো যায়।আর সেই বদলের কারিগরই হলেন বিপুল কান্তি ঘোষ-চকের মাটিতে দাঁড়িয়ে যিনি গড়ে চলেছেন আলোর ভবিষ্যৎ।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।